বন্দে-বাণী।

কচি পাতা নিয়ে এসেছে সাজিয়ে
প্রকৃতি-সুন্দরী ধরায় আজ।
বসন্ত-পরশে সুমধুর হেসে
ফুটেছে কুসুম ছাড়িয়া লাজ।
রবি শশী তারা হয়ে আত্মহারা
বিতরে কিরণ নীলিম-নভে।
যে দিকে নিরখি সব দিকে পাখী
উড়িয়া বেড়ায় মিলিয়া সবে।
ধীরে ধীরে বয় মৃদুল মলয়
কোকিল গাহিছে আপন মনে।
সকল ভুবনে এসেছে গোপনে
কি বারতা কেহ নাহিকো জানে।
তাই মোর হৃদি-তারে মধুর ঝঙ্কারে
উঠেছে কত বিচিত্র রাগিণী—
তাই আজি বিশ্বমাঝে আনন্দ বিরাজে—
পূজিতে ঐ শতদলবাসিনী।
এস মা জননি! বিদ্যা-বিধায়িনী
সঙ্গীত-সাগর-সুধার রাশি।
কমল-আসনে কমল-ভূষণে
মরাল-আসনে ব'স মা আসি।
কানন ভ্রমিয়া এনেছি তুলিয়া
কত না কুসুম ভরিয়া ডালি।
ভক্তি-নত মনে তোমার চরণে
সবাই মিলি দিতে পুষ্পাঞ্জলি।
প্রসন্ন-আননে অবোধ সন্তানে
কোলে তুলে লও বারেক হাসি।

পূজিতে তোমারে বরষ অন্তরে
আমরা সবে বড় ভালবাসি।
তাই মা হেথায় মিলিছি সবাই
পাইতে তোমার স্নেহের কণা।
ওই টুকু পেলে রব সব ভুলে
আর মোরা কিছু চাহিব না।
যে আছ যেথায় এস গো হেথায়
আমরা সবাই পূজিব মায়।
ভক্তি-পন্থা ছেড়ে ক্রমে জ্ঞানস্তরে
উঠিয়া অনন্তে মিলিব তায়।

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ পাল,
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

বাণী-বন্দনা।

এস ধরাতলে এস মা আমার,
ওগো শতদলবাসিনি;
তোমারি কোমল করুণ হাস্য
অন্তরে রাজে জননি।
তুচ্ছ করিব জগতের হেলা
লভিতে জননি কীর্ত্তি-মেখলা
(তাই) চরণ-নিম্নে শরণ মেগেছি
জ্ঞান-মান-প্রাণদায়িনি।
জ্ঞানের গরিমা কিরীটিনী তুমি
অন্ধে নয়ন-দায়িনী।